مَلَكٌ

ফেরেশতা পর্ব-৫

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: " مَلَكٌ **ফেরেশতা**"

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন **"নুর"** আলো থেকে। ফেরেশতারা আল্লাহর তসবীহ করে এবং তার হুকুম বাস্তবায়ন করে। ফেরেশতাদের কোনো অধিকার বা ইছা দেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আশ শুরা ৪২:৫**

১. (আল্লাহ অতি মহান ও উদার যে) তা সত্ত্বেও ফেরেশতারা তাদের প্রভুর প্রশংসা তসবিহ করার সাথে সাথে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আকাশমন্ডলী উর্ধবদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আশ শুরা ৪২:৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:১৯

২. ফেরেশতারা যারা রহমানের দাস, তাদেরকে তারা নারী গণ্য করে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিলো?

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:৫৩

৩. তাকে কেন দেয়া হলো না সোনার কঙ্কন, কিংবা ফেরেশতারা কেন এল না তার সাথে দলবদ্ধ হয়ে?

মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা/ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে? (সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:৫৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:৬০

৪. আমরা চাইলে তোমাদের পরিবর্তে এখানে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তখন তারা পৃথিবীতে তোমাদের খলিফা (উত্তরাধিকারী) হত।

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা আজ যুখরুফ ৪৩:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৭**

৫. তখন কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের ওফাত ঘটাতে এসে মুখমন্ডল আর পিঠে কষাঘাত করতে থাকবে?

মালাইকা/ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের দশা কেমন হবে! (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাজম ৫৩:২৬**

৬. মহাকাশে কত যে ফেরেশতা রয়েছে, তাদের শাফায়াত কিছু মাত্র লাভ হবে না, তবে আল্লাহ যদি অনুমতি দেন।

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা আন নাজম ৫৩:২৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাজম ৫৩:২৭**

৭. নিশ্চয়ই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।

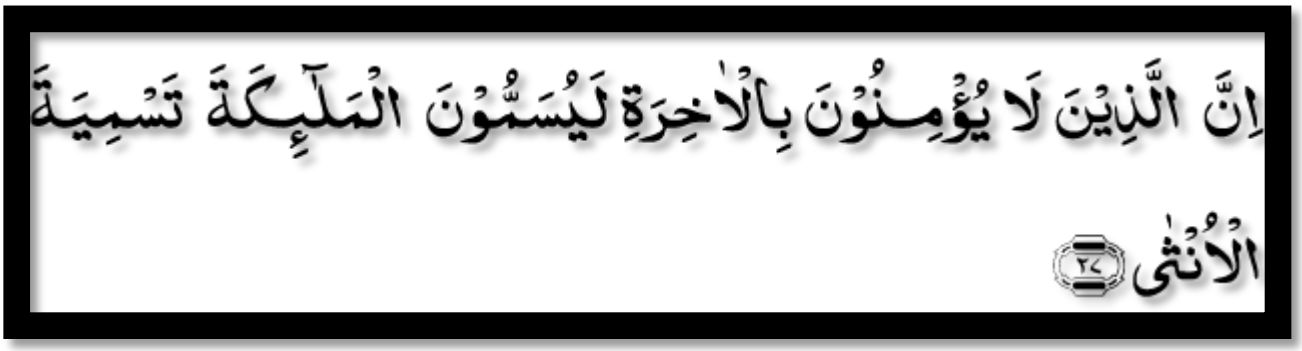

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে মালাইকাদেরকে।

(সূরা আন নাজম ৫৩:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তাহরীম ৬৬:৪

৮. তাছাড়া ফেরেশতারা তো তার (মুহাম্মদ (স:) এর) সাহায্যকারী আছেই।

যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুকে পড়েছে (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎ আমলকারী মু'মিনগণও; উপরন্ত অন্যান্য মালাইকা/ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী। (সূরা আত তাহরীম ৬৬:৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬

৯. তার (জাহান্নামের) তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যারা শক্ত হৃদয় আর কঠোর স্বভাবের।

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা (ফেরেশতা), যারা অমান্য করেনা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে। (সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৭

১০. ফেরেশতারা অবস্থান করবে তার প্রান্তে. আটজন (ফেরেশতা) ধারণ করবে তোমার প্রভুর আরশ।

মালাইকা/ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন মালাইকা/ফেরেশতা তাদের রবের ‘আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। (সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মা'আরিজ ৭০:৪

১১. ফেরেশতারা এবং রূহ (জিব্রিল) তার দিকে উঠে এমন এক দিনে (পৃথিবীর সময় অনুযায়ী) যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) বছর।

মালাইকা/ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধবগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সূরা আল মা'আরিজ ৭০:৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মুদ্দাসসির ৭৪:৩১**

১২. আমরা জাহান্নামের তত্তাবধায়ক নিযুক্ত করেছিফেরেশ্তাদের।

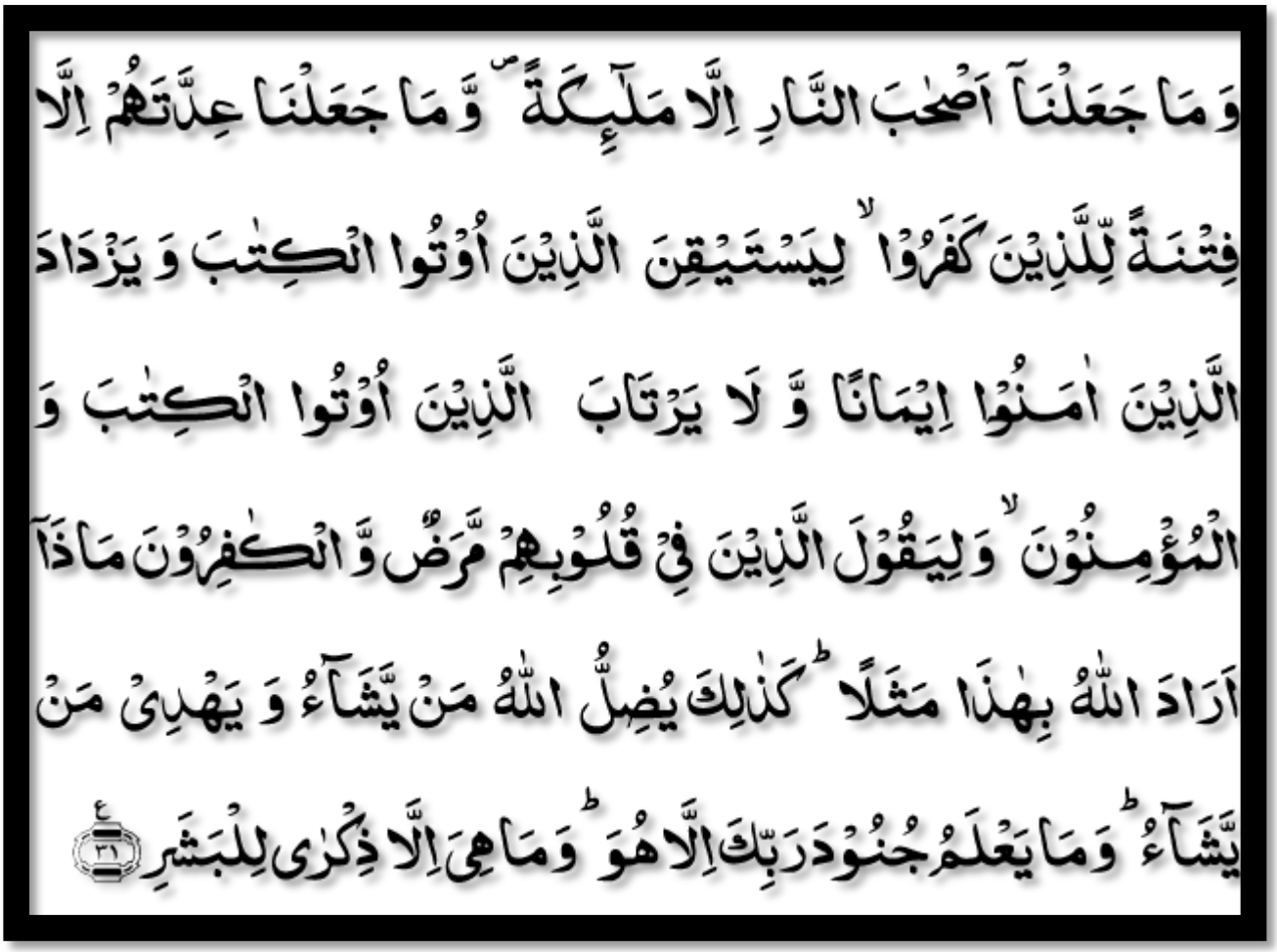
وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ
اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ
يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١

আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবেঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

(সূরা আল মুদ্দাসসির ৭৪:৩১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নাবা ৭৮:৩৮**

১৩. সেদিন রূহ (জিবরিল) এবং ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সফ (সারি) বদ্ধ হয়ে।

সেদিন রুহ্ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা আন নাবা ৭৮:৩৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল ফাযর ৮৯:২২**

১৪. এবং তোমার প্রভু যখন উপস্থিত হবেন আর তার সাথে থাকবে সারি সারি ফেরেশতা।

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে – (সূরা আল ফাযর ৮৯:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কদর ৯৭:৪**

১৫. নাজিল হয় ফেরেশতাকুল এবং রূহ (জিবরিল) সে রাত্রে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল নির্দেশ নিয়ে।

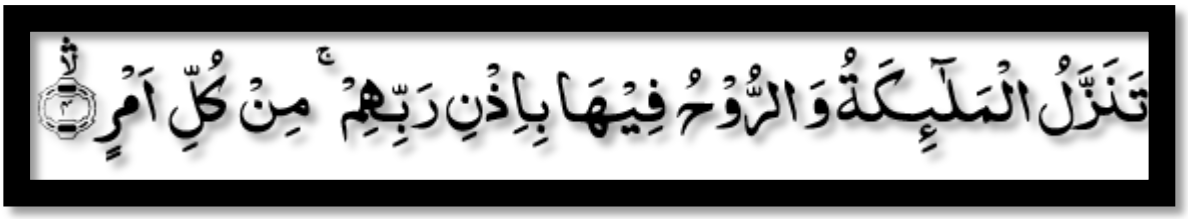

ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরিশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে।

(সূরা আল কদর ৯৭:৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে, যারা (ফেরেশতারা) শক্ত হৃদয় আর কঠোর স্বভাবের। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা আমাদের ওফাত (মৃত্যু) ঘটাবেন। নেককারদের জন্যে মৃত্যুর সময় কোনো চিন্তার কারণ নেই, তাদেরকে লোকদের ফেরেশতারা বিনা কষ্টে মৃত্যু ঘটাবেন। কিন্তু বদকারদের মৃত্যু হবে অত্যন্ত কষ্টের।

আসুন আমরা দুনিয়ার জীবনে নেককার বান্দাহ হয়ে জীবন-যাপন করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/